সহীহ ইবনু হিব্বান (হাদিসবিডি)

হাদিস নাম্বারঃ ১৬০

৫. কিতাবুল ঈমান (كِتَابُ الْإِيمَانِ)

পরিচ্ছেদঃ ঐ হাদীসের আলোচনা যে হাদীস প্রমাণ করে যে, ঈমান ও ইসলাম একই অর্থবোধক, এবং এই অর্থ যুগপৎভাবে বাচনিক ও কর্মগত আমলকে অন্তর্ভূক্ত করে

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ اسْمَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ يَشْتَمِلُ ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَى الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ مَعًا

আরবী

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَتيتُك حَتَّى حلفتُ عَدَدَ أَصَابِعِي هَذِهِ أَنْ لَا آتِيَكَ فَمَا الَّذِي بَعَثَكَ بِهِ؟ قَالَ: (الْإِسْلَامُ) قَالَ: وَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: (أَنْ تُسلم قَلْبَكَ لِلَّهِ وَأَنْ تُوَجِّهَ وَجْهَكَ لِلَّهِ وَأَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَخَوَانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ عَبْدٍ تَوْبَةً أشرك بعد إسلامه.)

الراوي : مُعَاوِيَة | المحدث : العلامة ناصر الدين الألباني | المصدر : صحيح ابن حبان

الصفحة أو الرقم: 160 | خلاصة حكم المحدث: صحيح.

বাংলা

১৬০. হাকীম বিন মু'আবিয়া তাঁর বাবা মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন: 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ঐ সত্তার কসম! যিনি আপনাকে হক সহ পাঠিয়েছেন, আমি আপনার কাছে এসেছি, অথচ এর আগে আমি আমার আঙ্গুলের সংখ্যা পরিমাণ শপথ করেছিলাম যে, আমি আপনার কাছে কখনই আসবো না। তিনি আপনাকে কী সহ পাঠিয়েছেন?' তিনি জবাবে বললেন: 'ইসলাম।' তিনি বললেন: 'ইসলাম কী?' জবাবে তিনি বললেন: 'তুমি তোমার হৃদয়কে আল্লাহর কাছে সমর্পিত করবে, তোমার চেহারাকে আল্লাহর জন্য মনোনিবেশ করবে, ফরয সালাত আদায় করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে। (প্রত্যেক মুসলিম অপর মুসলিমের জন্য) দুই ভাই (স্বরুপ যারা) পরস্পরকে

সাহায্যকারী। আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির তাওবা কবুল করেন না, যে ইসলাম গ্রহণ করার পর শিরক করে।”[1]

ফুটনোট

[1] মুসনাদ আহমাদ: ৫/৩; তাবারানী: ১৯/১০৩৬; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক: ২০১১৫; নাসাঈ: ৫/৪। হাদীসটির শেষাংশ ইবনু মাজাহ'তে (২৫৩৬) বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসটিকে আল্লামা শুআইব আল আরনাঊত রহিমাহুল্লাহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, তবে তিনি ‘তাওবা’ এর স্থলে ‘আমল’ এর শব্দ ব্যবহার সঠিক বলেছেন। (আস সহীহাহ: ৩৬৯; আল ইরওয়াউল গালীল: ৫/৩২।)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিসবিডি বর্ণনাকারীঃ হাকিম ইবনু মুআবিয়াহ (রহঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=88369

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন